IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

শ্রীমদভগবদগীতার প্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণ

Jayanta Biswas, Ph.D Scholar, Department of Education, Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India

&

Supervisor

Dr. Amitava Bhowmick, Asst. Professor, Department of Education, Swami Vivekananda University, Barrackpore, West Bengal, India

সারসংক্ষেপঃ

শ্রীমদভগবদগীতা হিন্দুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ। যার মধ্যে 700 টি শ্লোক রয়েছে। যেগুলি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ যা অর্জুনকে শ্লোকের মাধ্যমে বলেছেন। এই শ্লোকগুলির মধ্যে পাঁচটি শ্লোককে নির্বাচন করে তার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পত্রিকাটিতে যে সমস্ত শ্লোকগুলি নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলি বৈজ্ঞানিক, যে সমস্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সেগুলি হল যথাক্রমে -জীবন সম্পর্কিত ধারনা , বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে ধারণা, বিভিন্ন ধরনের উৎস যেখানে তাপ গতিবিজ্ঞানের সূত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা, বহু আকৃতিত্ব। এই সমস্ত শ্লোকগুলির বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পত্রিকাটিতে দুটি উদ্দেশ্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে যথা - i) বৈজ্ঞানিক যেসব তথ্যগুলিকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় সেগুলির অনুসন্ধান করা এবং ii) সংগৃহীত তথ্যকে শ্রীমদভগবদগীতার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি গবেষণামূলক প্রশ্ন করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলির উত্তর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্য উৎস হিসেবে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকসমূহ এবং বিভিন্ন এই সংক্রান্ত জার্নাল এবং আর্টিকেলকে গৌণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলিকে যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দঃ শ্রীমদভগবদগীতা, বৈজ্ঞানিক তথ্য

ভূমিকাঃ

বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজন। পরীক্ষার প্রেক্ষিতে যা নিরীক্ষণ করা হয় তাকে বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমাণ করা যায়। আবার বিজ্ঞানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। এই কল্পনার সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও প্রমাণিত হতে পারে। এদেরকে বলা হয় তত্ত্ব। বিজ্ঞানে এরকম বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে যেগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সত্য বলে মেনে নেওয়া যে হয়েছে পরবর্তীকালে ওই তত্ত্বও ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে অপর একটি নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়েছে। এরকম তত্ত্ব হলো পরমাণু সংক্রান্ত তত্ত্ব। পরমাণু সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব বিভিন্ন সময়ে এসেছে। এরকমভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্র রয়েছে যেগুলি পরীক্ষিত সত্য। আবার কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোন কোন অনুমান দ্বারা সেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়, যা প্রকল্প নামে পরিচিত। শ্রীমদভগবদগীতা এমন একটি হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ যা বর্তমান বিজ্ঞান যা বলেছে 5000 বছর আগে শ্রীমদভগবদগীতায় তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ গীতার বিভিন্ন শ্লোকের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সত্যতা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। আবার এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলিকে আমরা লক্ষ্য করছি অথচ বিজ্ঞান দ্বারা অনেক সময় ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, এরকম ঘটনার রহস্য শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকে রয়েছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা প্রকৃতিতে দু ধরনের বস্তু দেখতে পাই যথা জীবন্ত বস্তু এবং জড় বস্তু, কিন্তু এগুলির সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে এখনো অনেক কিছু অজানা, তেমনি বিভিন্ন ধরনের শক্তি যার প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সচল রয়েছে। সেই শক্তি গুলির বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত। তবে সেই শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ধরনের সর্ববৃহৎ শক্তি রয়েছে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান সঠিক ধারণা দিতে পারে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম বা মৃত্যু সম্পর্কে এখনো সঠিক ধারণা বিজ্ঞান বলতে পারে না। বিজ্ঞান বলতে পারে শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। একটি শক্তি অপর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। এই ঘটনার পিছনে কি কারণ রয়েছে তা বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞান বলে একটি রাসায়নিক যৌগ বিভিন্ন আকারে থাকতে পারে যাকে বলে বহু আকৃতিত্ব। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন ঘটেছে, আবার বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির ফসল হিসেবে এখন পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ এমনকি সূর্য সম্বন্ধেও জানার চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যকে বিশ্লেষণ করতে পারছে। বিজ্ঞান যেমন বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে ঠিক তেমনই শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোক দ্বারা বিজ্ঞানের বেশ কিছু ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা করা যায়। তাই বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোকগুলি অত্যন্ত কার্যকরী। এই পত্রিকাটিতে গবেষক দেখাবার চেষ্টা করেছেন কোন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য তথা প্রাকৃতিক ঘটনা যথাযথভাবে শ্রীমদভগবদগীতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। এই তথ্যগুলিকে অনুসন্ধান এবং শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে যে মূল্যবোধ গুলিকে গবেষণাপত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হলো -

i) বৈজ্ঞানিক যেসব তথ্যগুলিকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় সেগুলির অনুসন্ধান করা।

ii) সংগৃহীত তথ্যকে শ্রীমদভগবদগীতার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করা।

গবেষণামূলক প্রশ্নঃ

i) বৈজ্ঞানিক তথ্যকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা কি অনুসন্ধান করা যায়?

ii) সংগৃহীত তথ্যগুলিকে কি শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব?

পদ্ধতিঃ

শ্রীমদভগবদগীতার বিভিন্ন শ্লোককে কাজে লাগিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে কোনো গাণিতিক সূত্রকে কাজে লাগানো হচ্ছে না, তাই গবেষণাপত্রটি সম্পূর্ণরূপে গুণগত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক সমন্বিত গ্রন্থ এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কিত গ্রন্থকে ব্যবহার করা হয়েছে এবং গৌণ উৎসব হিসাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণঃ

i) বৈজ্ঞানিক যেসব তথ্যগুলিকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় সেগুলির অনুসন্ধানঃ

যে সমস্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক সত্যতা রয়েছে তার মধ্যে নির্বাচিত ঘটনাবলী হলো যথাক্রমে a) জীবন সম্পর্কে ধারনা। b) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা। c) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে ধারনা প্রদান। d) বিভিন্ন ধরনের শক্তির উৎস এবং সেখানে তাপ গতিবিজ্ঞানের সূত্রের যথাযথভাবে ব্যাখ্যা। e) বহু আকৃতিত্ব সম্পর্কীয় ধারণা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলিকে যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি বা সূত্রকে কাজে লাগিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, ঠিক একইভাবে এইসব বিষয়গুলিকে শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের সাহায্যে ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করা হয়েছে।

ii) সংগৃহীত তথ্যকে শ্রীমদভগবদগীতার আলোকে ব্যাখ্যা প্রদানঃ

a) জীবন সম্পর্কিত ধারনা

বিজ্ঞানে বলা হয় সমস্ত জীবনের সত্য প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বায়ু, জল, আলো ইত্যাদির মত উপাদান। যেগুলি প্রাণী, উদ্ভিদ প্রত্যেকের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। প্রতিটি প্রকৃতির অবদান। আবার শ্রীমদভগবদগীতার সপ্তম অধ্যায়ের 4 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,-

[1]ভূমিরাপোনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ 4/ 7

শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ হলো - ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই আট ধরনের উপাদান নিয়ে প্রকৃতি তৈরি। তাই বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে যে ধারণা রয়েছে প্রকৃতি সম্বন্ধে সেই ধারণাই শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকেও রয়েছে। তাই শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের সাহায্যে যেমন প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় যা জীবনের জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান দ্বারাও একইভাবে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন তিনিই প্রকৃতির স্রষ্টা এবং তিনিই জীবনের সঙ্গে যুক্ত বীজের স্রষ্টা। বীজ থেকে যেমন জীবের

সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদভগববদগীতাতেও বলতে চেয়েছেন তার দ্বারাই একমাত্র উর্বর জমিতে ফসল ফলানো যায়। তাই উর্বর জমির ধারণা শ্রীমদভগবদগীতা থেকে পাওয়া যায়।

b) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ এবং জড়জগৎ নিয়ে তৈরী। জীবজগতের উপাদান গুলির মধ্যে রয়েছে বুদ্ধিমান জীব মানুষ, বিভিন্ন পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, জীবাণু ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির দিন থেকেই বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে আজকের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছি। বিজ্ঞান এই ধরনের কথাই বলে। আবার শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকে পাওয়া যায়-

[2]এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।

অহং কৃত্স্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ 6/7

শ্লোকটির তাৎপর্য হলো - বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূলে রয়েছে সৃষ্টিকর্তা। এই সৃষ্টির পিছনে দুই ধরনের প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। একটি পারমার্থিক প্রকৃতি অপরটি অপারমার্থিক প্রকৃতি। পারমার্থিক বলতে জীবের চেতনাকে বোঝানো হয়েছে এবং অপারমার্থিক বলতে জড় জগতের সমস্ত ধরনের পদার্থকে বোঝানো হয়েছে।

বিজ্ঞানে যেখানে বলা হচ্ছে জীব ও জড়ের অবস্থানের পিছনে রয়েছে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় ক্রিয়া-কলাপ। আবার শ্রীমদভগবদগীতায় প্রকৃতির পরিবর্তে যে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি হলো জগৎ। সৃষ্টিকর্তা (এক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) এই দুই ধরনের সত্তার সংমিশ্রণে জগত সংসার সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির রহস্য বিজ্ঞান এবং শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

c) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে ধারণা

যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। যে কোন জীব জন্মবার পরে ধীরে ধীরে বড় হয় এবং সব শেষে তার বিনাশ ঘটে। তাই পৃথিবী বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবজগত এবং জলজগতের যেমন সৃষ্টি রয়েছে তেমনি তা ধ্বংস হতে বাধ্য। এই ধ্বংস হতে হয়তো হাজার হাজার কোটি বছর লাগতে পারে কিন্তু ধ্বংস যে হবে তা বিজ্ঞান দ্বারাও যেমন ব্যাখ্যা করা যায় ঠিক তেমনি শ্রীমদভগবদগীতার শ্লোকের দ্বারাও ব্যাখ্যা করা যায়। বিজ্ঞান বলে পৃথিবীর entropy অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা যত দিন যাচ্ছে তত বেড়ে যাচ্ছে এবং এই বিশৃঙ্খলা যখন চরমে পৌঁছাবে তখন entropy হবে সর্বোচ্চ এবং তখনই হবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিসমাপ্তি। ঠিক একইভাবে শ্রীমদভগবদগীতায় নিম্নোক্ত শ্লোকে পৃথিবীর পরিসমাপ্তিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

[3]কালো হস্মি লোকক্ষযকৃত্প্রবৃদ্ধো লোকান্সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ 32/11

এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চেয়েছেন যে এই জগতের সৃষ্টি যেমন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় হয়েছে তেমনি এর ধ্বংসও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতেই ঘটবে। বিজ্ঞানের entropy চরম সীমার অর্থ শ্রীমদভগবদগীতায় ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস সম্পর্কে ধারণাকে বিজ্ঞান এবং শ্রীমদভগবদগীতা উভয় ব্যাখ্যা করা যায়।

d) বিভিন্ন ধরনের উৎস যেখানে তাপ গতিবিজ্ঞানের সূত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা

সাধারণভাবে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন শক্তি যেমন তাপ, আলোক, চুম্বক, রাসায়নিক, পারমাণবিক, তড়িৎ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত। এই শক্তি গুলির প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক সত্যতা রয়েছে। তাপগতি বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রে বলা হচ্ছে শক্তির বিনাশ বা সৃষ্টি নাই। এক শক্তি অপরশক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। শ্রীমদভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে -

[4]ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ 20/2

গীতার শ্লোকটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আত্মা কখনো জন্মায় না এবং কখনো মরে না অর্থাৎ আত্মা একবার অস্তিত্ব লাভ করলে সেটি কখনো ধ্বংস হবে না। শ্রীকৃষ্ণ আত্মার চিরস্থায়িত্বের কথা বলেছেন। এক ধরনের শক্তি যেমন অপর ধরনের শক্তিতে পরিণত হয় ঠিক তেমনই শ্রীমদভগবদগীতায় বলা হচ্ছে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং তাপগতি বিজ্ঞানের শক্তির নিত্যতা সূত্র এবং শ্রীমদভগবদগীতার আত্মার নিত্যতা সূত্র একই অর্থ বহন করে।

e) বহু আকৃতিত্ব

একজন অভিনেতা যখন বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন তখন তাকে চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ দেওয়া হয় অর্থাৎ সেই অভিনেতার দেহ, মন, আকৃতি, রক্ত- মাংস, শিরা-উপশিরা, তার আচার-আচরণ সব একই থাকলেও অভিনয়ের সময় তাকে চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় করতে হয়। এটিকে বহু আকৃতিত্ব বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানেও ঠিক তেমনই মৌল কার্বন তাকে বিভিন্ন রূপে দেখা যায়। যেমন সবচেয়ে দামি রত্ন হীরক রূপে, তেমনই সবচেয়ে কম দামি পদার্থ কয়লা রূপে দেখা যায়। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রূপে কার্বনের অস্তিত্ব রয়েছে। এটি হলো বিজ্ঞানের বহু আকৃতিত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা। এরকম বিভিন্ন পদার্থ প্রকৃতিতে রয়েছে। আবার শ্রীমদভগবদগীতার একাদশ অধ্যায়ের 5 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে -

[5]পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোথ সহস্রশঃ।

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ 5/11

গীতার এই শ্লোকটির তাৎপর্য হলো - তুমি আমার অসংখ্য রূপ দেখতে পারবে। আমার শত শত হাজার হাজার স্বর্গীয় রূপ রয়েছে, যেগুলি বিভিন্ন আকার এবং বর্ণের। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যখন তার বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন তখন তিনি শতশত রূপে নিজেকে প্রতিমান করেছেন। এটি বহু আকৃতিত্বের একটি ধারণা। সুতরাং বহু আকৃতির ব্যাখ্যা বিজ্ঞান ও শ্রীমদভগবদগীতা উভয়ই ব্যাখ্যা করতে পারে।

উপসংহারঃ

বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তথ্য যেগুলিকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তার মধ্যে পাঁচটি বৈজ্ঞানিক তথ্যকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আরো অনেক তথ্য রয়েছে যেগুলিকে শ্রীমদভগবদগীতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই শ্রীমদভগবদগীতা এমন একটি গ্রন্থ যেটি হিন্দু ধর্মের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত কিন্তু এর মধ্যে যে শ্লোকসমূহ রয়েছে যা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ হিসেবে দিচ্ছেন এগুলি বর্তমান যুগেও প্রাসঙ্গিক এবং এগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাই শ্রীমদভগবদগীতাকে বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে আরো ইতিবাচক দিক হলো শ্লোকগুলি জনমানসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে সক্ষম। তাই কেবলমাত্র ভারতের হিন্দু জনগণের প্রেক্ষিতে নয়, সারা বিশ্বের সমস্ত জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে এই শ্লোক গুলির মর্মার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর প্রভাব ব্যক্তিগত সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. Muralikrishna ,D. (2019), *Bhagavad Gita And Science A Review*, International Journal Of Recent Scientific Research,10(12), 36582-36586, http://www.recentscientific.com
2. Muralikrishna ,D. (2019), *Bhagavad Gita And Science A Review*, International Journal Of Recent Scientific Research,10(12), 36582-36586, http://www.recentscientific.com
3. Subhadra,P.S & Vikama D.K(2021), *A Crtical Insight Into The Art And Science Of Spirituality And Management In Bhagavad Gita*, webology(ISSN: 1735-188x), 18(6), www.webology.org
4. Subhadra,P.S & Vikama D.K(2021), *A Crtical Insight Into The Art And Science Of Spirituality And Management In Bhagavad Gita*, webology(ISSN: 1735-188x), 18(6), www.webology.org
5. Parida, S &Gowda, B.(2022),*Bhagavadgita A Scientific Approach And Its Influence*, Journal Of Veda Samskrita Academy, Vol-1

Endnotes:

1. শ্রীমদভগবদগীতা, সপ্তম অধ্যায়, 4 নম্বর শ্লোক।
2. শ্রীমদভগবদগীতা, সপ্তম অধ্যায়, 6 নম্বর শ্লোক।
3. শ্রীমদভগবদগীতা, একাদশ অধ্যায়, 32 নম্বর শ্লোক।
4. শ্রীমদভগবদগীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, 20 নম্বর শ্লোক।
5. শ্রীমদভগবদগীতা, একাদশ অধ্যায়, 5 নম্বর শ্লোক।